# বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম সমাবর্তন

## বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

০৭ আষাঢ় ১৪১৮
২১ জুন ২০১১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সমাবর্তন উপলক্ষে আমি ডিগ্রীধারী চিকিৎসকবৃন্দ, তাদের অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। চিকিৎসা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অন্যতম। দেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার যথাসম্ভব কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় ন্যূনতম খরচে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়া বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ বাস্তবায়নে সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি সহ চিকিৎসক ও লোকবল নিয়োগ করে যাচ্ছে। জনগণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশের চিকিৎসা বিজ্ঞানের ওপর উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন নতুন গবেষণা ও উদ্ভাবনের সাথে পরিচিত হতে এবং তা আমাদের জনগণের স্বাস্থ্য সেবায় প্রয়োগ ঘটাতে দেশে চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। আমি আশা করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আর্তমানবতার সেবায় আরো অবদান রাখতে আমি চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানাই।

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

## বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ১৩ বছর ও প্রথম সমাবর্তন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত দেশের একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল তৎকালীন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক ইচ্ছা ও অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দীর্ঘ ১৩ বৎসর পর এই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম এ কাদেরী বিভিন্ন বিভাগকে নিজস্ব তহবিল সংগ্রহ, পরিচালনা ও শিক্ষকদেরকে চিকিৎসা সেবা প্রশিক্ষণের সরঞ্জামাবলী সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেন। ফলে মাত্র দু'বৎসরেই রোগী ও অস্ত্রোপচারের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। ল্যাবরেটরী সার্ভিসে নতুন নতুন পরীক্ষার প্রবর্তনসহ জটিল ইনভেস্টিগেশনের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে হাতে-কলমে স্নাতকোত্তর ছাত্রদের শিক্ষাদানের জন্যে রেসিডেন্সী প্রোগ্রাম চালু করেন। এসব ইতিবাচক পরিবর্তন চিকিৎসা শিক্ষা জগতে আগ্রহের সৃষ্টি করে। দেশের স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্ত করে স্নাতকোত্তর শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সমন্বয়ের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২০০১ এ জাতীয় নির্বাচনে চার দলীয় জোট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে রদবদল ঘটিয়ে স্বায়ত্বশাসনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হয়। নতুন প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জনসমূহকে উপেক্ষা করে পুরোনো ধাচের সনাতনি পুঁথিগত কোর্সের পুনঃপ্রবর্তন করে।

অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান

নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধার পরিবর্তে সকল পর্যায়ে ভিসির মতা প্রয়োগে দলীয়করণের তৎপরতা চলে। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর ভর্তি পরীক্ষাসহ বিভিন্ন পরীক্ষায় সরাসরি হস্তক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্জনসমূহের ব্যত্যয় ঘটে। এসবের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে এখনও পুরোপুরি মুক্ত করা সম্ভব হয় নাই।

বর্তমান প্রশাসন ২০০৯-এ দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো, শিক্ষা, চিকিৎসা ও গবেষণাসহ সার্বিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্পের বিপরীতে ইতোমধ্যেই ৪৮৫ (চারশত পচাঁশি) কোটি টাকার প্রকল্প পাশ হয়েছে। প্রকল্পের প্রস্তাবানুযায়ী ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ১২ বিঘা জমি সরকারের কাছ থেকে ক্রয় করা হয়েছে। চিকিৎসা সেবার উন্নতির লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই কয়েকটি বিভাগে বৈকালিক শিফট্ চালু করা হয়েছে। দেশের আপামর জনগণের চিকিৎসা সুবিধার কথা চিন্তা করে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ বিছানায় বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ বর্তমানে ১৫০০ বেডের হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে। একই সাথে গবেষণার ক্ষেত্রেও প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং তথ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্পের জন্য অনুদান পাওয়া গেছে।

১৯৯৮ এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুষদ, মেডিসিন অনুষদ, সার্জারী অনুষদ ও ডেন্টাল অনুষদসমূহের বিভিন্ন বিভাগে বর্তমানে ৮১টি কোর্স পরিচালনা করছে এবং অনুষদ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিভাগ হতে এ পর্যন্ত মোট ২৭৭৪ জন চিকিৎসক স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। যার মধ্যে এমডি ৫৪৬, এমএস ৪৯৫, এমফিল ৪০৯, ডিপোমা ৯৭৩ এবং এমপিএইচ ৩৫১ জন রয়েছেন। শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিত করার জন্য ২০১০ সেশন থেকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর জন্য চ্যান্সেলর এওয়ার্ড প্রবর্তন করা হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবায় বিশেষ অবদানের জন্য ৫ জন বিশিষ্ট শিক্ষককে সম্মানসূচক পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও চিকিৎসকদেরকে বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আরো উন্নততর প্রশিণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তারা সিঙ্গাপুর, ভারত ও পাকিস্তান থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। ইতোমধ্যে উন্নত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং আগামীতে আরো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে সারাদেশের স্নাতকোত্তর চিকিৎসার মান একই স্তরে উন্নীত করার লক্ষ্যে আবারো সকল স্নাতকোত্তর চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর কোর্সসমূহের মান উন্নয়নের স্বার্থে কোর্স পরীক্ষাসহ ভর্তি পরীক্ষায় মেধা ও যোগ্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে স্বচ্ছতার মাধ্যমে গত ২০১১ জানুয়ারী সেশন থেকে বিভিন্ন কোর্স পরীক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেখানে পরীক্ষা গ্রহণের পর রেজাল্ট দিতে বেশ কয়েক মাস বিলম্ব ঘটে সেখানে পরীক্ষা নেয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল লাইব্রেরী সম্প্রসারণ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর পাশাপাশি বিভাগসমূহেও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যে রেসিডেন্সী প্রোগ্রাম পুনরায় চালু করা হয়েছে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা এখন শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি হাতে কলমে শিক্ষা গ্রহণ করবে। ফলে প্রশিক্ষণ কর্মে ছাত্র শিক্ষকের সম্মিলিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রথাগতভাবে ছাত্ররা আর ক্লাশরুমের গন্ডীতে আবদ্ধ নেই। আগামীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহেও রেসিডেন্সী প্রোগ্রাম চালু করা হবে।

Rockefeller Foundation এর সহায়তায় Department of Public Health & Informatics চালু করা হয়েছে। Centre for Neurodevelopment & Autism in Children (CNAC) এর Project চালু, Paediatric Cardiology, Paediatric Cardiac Surgery Project হিসেবে কাজ শুরু, Rotary Club Metropolitan এর সহায়তায় দেশে সর্বপ্রথম Palliative Care Unit বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে। নার্সিং ফ্যাকাল্টিতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিএসসি নার্সিং চালু করা হয়েছে। শিক্ষকতায় বিদেশী শিক্ষক নিয়োগদানের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের নার্স তৈরির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিলম্ব হলেও নার্সিং অনুষদের কার্যক্রমে গতি এনে এ প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছে। মেডিক্যাল টেকনোলজি ফ্যাকাল্টি পরিচালনার সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং অতি সত্ত্বর এর কার্যক্রম শুরু করা হবে। প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহ ও আমাদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে সেবার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বহুদূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়েছে। ইউটিলিটি ভবনে প্রতিবন্ধী ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এ সকল উদ্যোগ দেশের চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে ভিন্ন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষা ও চিকিৎসাসেবার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে এই হোক আমাদের সমাবর্তন দিবসের প্রত্যাশা।

অধ্যাপক ডা. এম ইকবাল আর্সলান

ডীন, বেসিক চিকিৎসা অনুষদ
ও সভাপতি, প্রচার-উপ কমিটি

## বাণী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ আষাঢ় ১৪১৮
২১ জুন ২০১১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমি উন্নতর ডিগ্রী ধারী চিকিৎসকবৃন্দ, সকল অনুষদ সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচাররীবৃন্দ সহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার অন্যান্য খাতের পাশাপাশি স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

চিকিৎসা বিষয়ে বিশ্বমানের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব এবং বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে চিকিৎসা ক্ষেত্রে দেশের একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে যুগোপযোগী চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং এ বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে এবং আশার কথা এই যে, ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করছি।

আমি আশা করি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারীগণ তাদের মেধা ও মনন ব্যবহার করে উন্নতমানের চিকিৎসা সেবা প্রদান করে বর্তমান সরকারের 'ভিশন ২০২১' বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

## বাণী

মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ আষাঢ় ১৪১৮
২১ জুন ২০১১

দেশের একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান চিকিৎসকদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রীধারী মেধাবী চিকিৎসকগণ তাদের মেধার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছেন। এই স্বীকৃতি আগামী দিনে দেশে মেডিক্যাল শিক্ষা, মেধা ও মননশীলতা চর্চার ক্ষেত্রকে আরও সম্প্রসারিত করবে বলে আমি মনে করি।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি ক্ষুধা, দরিদ্রতা ও শোষণমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নের সনদ তথা 'ভিশন-২০২১' ঘোষণা করেছেন। পরিবর্তনের এই অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমি দেশবাসীকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানাই।

দেশের প্রথম ও এক মাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানকে সর্বোচ্চ মানের শিক্ষা, গবেষণা ও সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। আমি আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সচেতন ও আন্তরিক থাকবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকলে তাদেরকে গঠনমূলক সহযোগিতা দিবেন।

আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনের সফলতা কামনা করছি।

অধ্যাপক ডাঃ আ,ফ,ম,রুহুল হক

## বাণী

মন্ত্রী
শিক্ষামন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ আষাঢ় ১৪১৮
২১ জুন ২০১১

আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। জন্মলগ্ন থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত চিকিৎসা প্রদান এবং গবেষণা চর্চায় যে ভূমিকা পালন করেছে এই সমাবর্তন সেই ধারাবাহিকতারই দীপ্ত প্রকাশ।

১৯৯৮ সালের ৩০শে এপ্রিল এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক আগ্রহ ও সদিচ্ছায়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নানা ঘাত প্রতিঘাত এবং অসহযোগীতা ও প্রতিকূলতার মধ্যে দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি আজ এখানে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশের একমাত্র এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের দুঃস্থ রোগীদের সেবাদান, চিকিৎসা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান ও গবেষণায় বিশেষ অবদান রেখে চলছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিষয়ক সকল খাতের পাশাপাশি একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বের সময়োপযোগী মানসম্মত একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সাহায্য সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

মহান দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে চিকিৎসা প্রদান করে আর্তমানবতার সেবায় অবদান রাখার জন্য আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসকদের প্রতি আকুল আহবান জানাচ্ছি। আমি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অর্জনকারীদের কে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

নুরুল ইসলাম নাহিদ

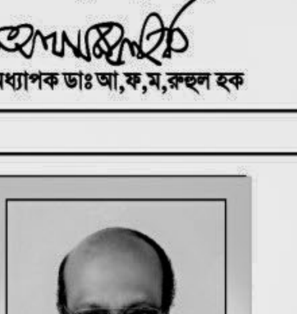

## বাণী

চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রী)
বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

০৭ আষাঢ় ১৪১৮
২১ জুন ২০১১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি চিকিৎসক, শিক্ষকমন্ডলি, অভিভাবক, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে প্রথম সমাবর্তন পালন করতে যাচ্ছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে নতুন গবেষণা ও সময়োপযোগী পাঠক্রম প্রণয়ণের মাধ্যমে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদানের পাশাপাশি দক্ষ চিকিৎসক ও প্রয়োজনীয় উপককরণ সমৃদ্ধ এ প্রতিষ্ঠানটি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আগামী দিনে চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রতিষ্ঠিত এ মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী

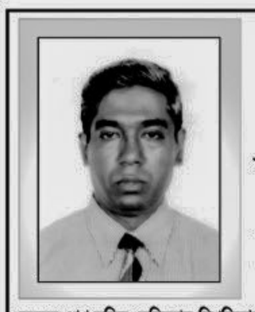

## বাণী

উপাচার্য
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়

০৭ আষাঢ় ১৪১৮
২১ জুন ২০১১

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, বিশেষ করে অভিনন্দন জানাচ্ছি আজকে উপস্থিত সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসকবৃন্দকে যারা তাদের মেধার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছেন। সকলের আন্তরিক সদিচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই গুরুত্বপূর্ণ এ অনুষ্ঠান আয়োজন সম্ভব হয়েছে। শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশে একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে এ দেশের চিকিৎসক সমাজ দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল চিকিৎসকদের সেই প্রাণের দাবী বাস্তবরূপ লাভ করে প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিগত চারদলীয় জোটের দুর্নীতির কালো অধ্যায় থেকে বেরিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করার ও এর অগ্রযাত্রার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রতি জনগণকে আরো আস্থাশীল করার উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে আধুনিক সকল চিকিৎসা সুবিধাদি সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ইমার্জেন্সী কমপ্লেক্স, অপারেশন থিয়েটার কমপ্লেক্স, আই সি ইউ, আন্তর্জাতিক মানসম্মত মেডিক্যাল কনভেনশন সেন্টার, বিভিন্ন রকমের গবেষণা পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র ল্যাবরেটরিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়কে সেন্টার অব এক্সিলেন্সে রূপান্তরিত করণের নিমিত্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় সরকারের উন্নয়ন বাজেট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সম্প্রতি ৪৮৫.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভুক্ত উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ইতমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও চিকিৎসার মান উন্নয়ন ও সমন্বয় করার লক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউট সমূহের স্নাতকোত্তর কোর্স সমূহ অধিভুক্ত করা হয়েছে। ইতমধ্যেই শুরু হওয়া রেসিডেন্সি প্রোগ্রামকে আরো কার্যকর, সময়োপযোগী ও সর্বোপরি গ্রহণযোগ্য করার নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চাইল্ড ডেভলপমেন্ট উইংকে উন্নত করে "সেন্টার ফর নিউরো ডেভলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন" কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। ঢাকা রোটারী ক্লাব অব মেট্রোপলিটন, ঢাকার সহযোগিতায় ১৫ শয্যার প্যালিয়েটিভ কেয়ার এর একটি ওয়ার্ড চালু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ত্বরান্বিতকরণের মাধ্যমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল শাখায় দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরির উদ্দেশে রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেট্রিক্স নামে ১টি স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়েছে। এ ছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে একটি মানসম্মত বি এস সি নার্সিং কোর্স বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়েছে, অতি শীঘ্রই মেডিক্যাল টেকনোলজি কোর্সেও ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হবে। লক্ষ প্রাণের আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আমাদের আজকের নবপ্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে দেশকে ক্ষুধা, দারিদ্র ও নিরক্ষরতার অভিশাপমুক্ত করে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার শপথ নিতে হবে। আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ রূপকল্প -২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠাই হোক আজকের এই সমাবর্তনের দৃঢ় অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

অধ্যাপক ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্ত